<u>**চিনিকলের প্রাথমিক তথ্যবলী**</u>

- চিনিকলের নামঃ নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস্ লিঃ ।
- অবস্থানঃ ডাকঘরঃ গোপালপুর, উপজেলাঃ লালপুর , জেলাঃ নাটোর।
- প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৩০খ্রিঃ
- চিনিকলের উৎপাদন ক্ষমতা : ১৫০০ টিসিডি
- চিনিকল ও প্রতিষ্ঠানের এলাকার ছবি

- কল এলাকার মোট আয়তন কত ?

উঃ ৩২৯ বর্গ কিঃ মিঃ

- মোট চাষের জমির পরিমাণ কত?

উঃ ২২,৭২০ হেক্টর ।

- চিনি বিক্রয়ের ধরণগুলো কি কি (ডিলারের মাধ্যমে, ফ্রি সেল, বস্তা, প্যাকেট ইত্যাদি ছবিসহ)?
  উঃ চিনি ডিলার , আখচাষি, মিলের রেশনশপ, ফ্রিসেল, ১ ও ২ কেজির প্যাকেট, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, ইত্যাদির কাছে বিক্রয় করা হয় ।

<u>**ছবিঃ ১ কেজি চিনির প্যাকেট**</u>

আখ চাষ, চিনি উৎপাদন ও বিপণন

- চিনিকলের বর্তমান সার্বিক সমস্যাসমূহ এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রস্তাবনাসমূহ কি কি?

উঃ ১.মিলটি ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কারখানার যন্ত্রপাতিগুলি অত্যন্ত পুরাতন।
২. দক্ষ জনবলের অভাব।
৩. অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় চিনির মূল্য অত্যমত্ম কম।
সমস্যা থেকে উত্তোরণের প্রস্তাবনাসমূহঃ
১. আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে।
২. দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে।
৩. উৎপাদিত বায়ো প্রোডাক্টের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে।অর্থাৎ কো- জেনারেশন বিদ্যুৎ উৎপাদন, ডিস্টিলারী বায়ো ফার্টিলাইজার ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা ।

- চিনিকলের উৎপাদনের পরিমান কমে যাবার কারণসমূহ বিস্তারিত। উৎপাদন বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল?
আর কি কি করণীয় ?

উঃ আখ একটি দীর্ঘ মেয়াদী ফসল হওয়ায় আখ চাষীরা স্বল্প মেয়াদী ফসল উৎপাদনের দিকে ঝুকছে । এতে আখের জমি ও আখ উৎপাদন কমে যাচ্ছে ফলশ্রুতিতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আখ মাড়াই করে চিনি উৎপাদন করা যাচ্ছে না। আখ চাষ বৃদ্ধিকরনে সদর দপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী মিলের শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত উদ্যেগে আখ চাষ করার কথা বলা হয়েছে ।

- আর চাষীদের আখ চাষ বৃদ্ধির উদ্বুদ্ধকরনে গত ২০১৭-২০১৮ ও চলতি ২০১৮-২০১৯ মাড়াই মৌসুমে আখের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে (ছক-ক উল্লিখিত)।

ছক-ক

কেন্দ্রের নাম	গত ২০১৬-১৭ মাড়াই মৌসুমের মূল্য		গত ২০১৭-১৮ মাড়াই মৌসুমের মূল্য		চলতি ২০১৮-১৯ মাড়াই মৌসুমের মূল্য	
	প্রতিকুইন্টালের মূল্য (টাকা)	প্রতি ৪০ কেজির মূল্য (টাকা)	প্রতিকুইন্টালের মূল্য (টাকা)	প্রতি ৪০ কেজির মূল্য (টাকা)	প্রতিকুইন্টালের মূল্য (টাকা)	প্রতি ৪০ কেজির মূল্য (টাকা)
মিলস গেট	২৭৫.০০	১১০.০০	৩১২.৫০	১২৫.০০	৩৫০.০০	১৪০.০০
বাহির কেন্দ্র	২৬৮.৪০	১০৭.৩৬	৩০৫.৯০	১২২.৩৬	৩৪৩.৪০	১৩৭.৩৬

- একর প্রতি আখের ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে।

- স্থানীয়ভাবে আখের চাষ বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল? আর কি কি গ্রহণ করা যেতে পারে?

উ: স্থানীয়ভাবে আখের চাষ বৃদ্ধিতে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল তা নিম্নরূপঃ
আখের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছিল (ছক-ক এ উল্লিখিত)

- আগাম ও উঁচু/মাঝারী উঁচু জমিতে আখ চাষের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে ।
- উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে চাষীদের প্রদর্শনী প্লট তৈরীর মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
- পদ্ধতি প্রদর্শন, উঠান বৈঠক, চাষী মিটিং, পোষ্টার, লিফলেট বিতরণ, চাষী প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহন করা হয়।
- রোপা আখ চাষ ও মুড়ি আখের জন্য সীমিত আকারে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করা হয়। তাছাড়া বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনিস্টিটিউট এর সহোযোগীতায় আখ চাষের সাথে সম্পৃক্ত চাষীদের প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে । আরও যেসব পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারেঃ
- তাছাড়া বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনিস্টিটিউট অধিক ফলনশীল ও অধিক চিনি সমৃদ্ধ জাতের প্রবর্তন।
- যথাসময়ে আখের মূল্য পরিশোধ করা দরকার।
- আখের মূল্যেও সরকারী ভর্তুকির ব্যবস্থা করা।
- আখ উৎপাদনের সহায়ক সেচ, সার ও বীজের ভর্তুকির ব্যবস্থা করা।
- আখের সাথে সাথী ফসল হিসেবে মসুর, মুগ, শাক সব্জী ইত্যাদি চাষ করা ।
- চিনিকলের কৃষি বিভাগ চাষীদের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ায় এ খাতকে ভর্তুকির আওতায় নেয়া যেতে পারে।
- মিলকে আধুনিকায়ন করা।

- ইক্ষু ক্ষেত হতে চিনিকলসমুহে যোগাযোগের রাস্তাসমূহ কি উন্নতমানের ? এ বিষয়ে চিনিকলের পক্ষ হতে কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (ছবি সহ) ?

  উঃ মিলজোন এলাকায় ইক্ষু ক্ষেত হতে চিনিকলে আখ সরবরাহের রাস্তা উন্নতমানের নহে। চিনিকলের পক্ষ হতে প্রতি বছর বর্ষার পরে মিলের মাড়াই কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বে ব্যাটস, বয়লারের ছাই, খোয়া ইত্যাদি দিয়ে মেরামত করা হয়। তাছাড়া গ্রামীণ সড়ক মেরামতকরণ তহবিলের মাধ্যমে প্রতি বছর কিছু রাস্তা খোয়া কনসলিডেশন করা হয়।

- ইক্ষু সংগ্রহ কেন্দ্র (আখ সেন্টার) হতে আধুনিক পদ্ধতিতে ওজন, লোডিং সিস্টেম এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে চিনিকলে আগমনের বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে?

  ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে ডিজিটাল ওজন যন্ত্রেও মাধ্যমে ইক্ষুর ওজন নেয়া হয়। ক্রয় কেন্দ্র হতে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে আখের পরিবহনের গাড়ী লোড দেয়া হয়। আখ কেন্দ্রে লোডিং হওয়ার পর ট্রাক্টর/ট্রাকের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে চিনিকলে পরিবহন করা হয়।

- চিনি বিপণনে সমস্যাসমূহ কিকি? এগুলো থেকে কিভাবে উত্তরণ ঘটানো যায়?
  - প্রচারের অভাব।
  - ডিলার কর্তৃক চিনি উত্তোলন না করা
  - আমদানিকৃত রি-ফাইন চিনির মূল্য সরকারি চিনির মূল্যের চেয়ে কম হওয়া।

  সমাধানঃ
  - জনগনকে আখের চিনি খাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
  - আখের চিনি বিক্রয়ের লক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশনসহ প্রিন্ট মিডিয়ায় এর ব্যাপক প্রচারনা চালানো।

- চিনিকলের অধীন চাষাবাদযোগ্য(আবাদী ও অনাবাদী) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য কিকি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার সাফল্যসহ বিস্তারিত বিবরণ।

  অত্র মিলের কৃষি খামার সমূহে ২০১৭-১৮ রোপণ মৌসুমে রোপণকৃত ২৪৮২.০০ একর জমির উৎপাদিত আখ পর্যায়ক্রমে কারখানায় সরবরাহ করা হচ্ছে এবং চলমান ২০১৮-১৯ রোপণ মৌসুমে ২৫৭০.০০ একর জমিতে আখ চাষ করা হয়েছে। এছাড়া চিনিকলের অধীন চাষাবাদযোগ্য(আবাদী ও অনাবাদী) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য গৃহীত উদ্যোগ নিম্নরূপঃ

  ১। আবাদী জমিতে সময়োপযোগী শাক সবজি আবাদ করা হচ্ছে।

  ২। অনাবাদী জমিতে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী নেয়া হয়েছে।

  ৩। অনাবাদী জমিতে বিভিন্ন রকমের মৌসুমী ফলের গাছ লাগানো হয়েছে।

  ৪। কিছু জমিতে ডাল জাতীয় ফসল ও নিচু জমিতে ধান আবাদের কর্মসূচী নেয়া হয়েছে।

  ৫। নালা ডোবা ও ৪৮টি পুকুর সংস্কার করে মাছ চাষের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

গৃহীত উদ্যোগের সাফল্য চিত্র নিম্নে তালিকা আকারে পেশ করা হলোঃ-

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (একর/সংখ্যা)			অর্জন (একর/সংখ্যা)			মমন্তব্য
		মূল ফসল	সাথী ফসল	মোট	মূল ফসল	সাথী ফসল	মোট	
০১	নারিকেল	১৫০০	-	-	৬০০ টি	-	৬০০ টি	
০২	লেবু	-	-	-	১০০০ ”	-	১০০০ ”	
০৩	আম	-	-	-	১০০০ ”	-	১০০০ ”	
০৪	পেঁপে	-	-	-	৬৫০ ”	-	৬৫০ ”	
০৫	মসুর	-	-	৬০০.০০	-	৭৫০.০০	৭৫০.০০	
০৬	মাস কলাই	-	-	১০০.০০	-	-	-	
০৭	সুগার বিট	-	-	-	-	০.৫০	০.৫০	
০৮	আলু	-	-	২০.০০	-	২০.০০	২০.০০	
০৯	সরিষা	-	-	২৫.০০	-	২৫.০০	২৫.০০	

১০	সীম	-	-	৫.০০	৪.০০	-	৪.০০	
১১	টমেটো	-	-	৪.০০	-	৪.০০	৪.০০	
১২	শসা	-	-	-	০.৫০	-	০.৫০	
১৩	চিচিংগা	-	-	-	০.৫০	-	০.৫০	
১৪	লাউ	-	-	৪.০০	৪.০০	-	৪.০০	
১৫	মিষ্টি কুমড়া	-	-	৫০.০০	০.৫০	-	০.৫০	
১৬	গাজর	-	-	১.০০	-	১.০০	১.০০	
১৭	মূলা	-	-	২.০০	-	১.৫০	১.৫০	
১৮	ডাটা	-	-	২.০০	১.৫০	-	১.৫০	
১৯	ধনিয়া	-	-	-	-	৩.০০	৩.০০	
২০	ঢেঁড়স	-	-	-	০.৫০	-	০.৫০	
২১	পুঁইশাক	-	-	-	০.৫০	-	০.৫০	
২২	মটরশুটি	-	-	-	-	০.৭০	০.৭০	
২৩	বেগুন	-	-	-	০.৩০	-	০.৩০	
২৪	সুগন্ধি ধান	-	-	৪.০০	-	-	-	
২৫	বরবটি	-	-	-	-	০.৫০	০.৫০	
২৬	সজিনা	৭০০০	-	-	৭০০০ টি	-	৭০০০ টি	

চিনির বাই-প্রোডাক্ট ও এর ব্যবহার

- কি কি বাইপ্রোডাক্ট উৎপন্ন হয়? বিগত ১০ বছরে উৎপন্ন বাই প্রোডাক্ট উৎপন্নের পরিমাণ এবং বিক্রির পরিমাণ ও আয়ের পরিমাণ কত?

চিনির বাইপ্রোডাক্টগুলো হচ্ছে

১.মোলাসেস ২. ব্যাগাস ৩. প্রেসমাড

ক্র নং	অর্থ বছর	মোলাসেস উৎপাদন (মেঃ টন)	প্রেসমাড উৎপাদন (মেঃ টন)	ব্যাগাস উৎপাদন (মেঃ টন)
১	২০১৭-২০১৮	৬০৮৬.০০	৪৮৮৪.০০	৫৬৩১৬.০০
২	২০১৬-২০১৭	৫৩২৩.০০	৪২৬৯.০০	৪৮৬০৯.০০
৩	২০১৫-২০১৬	৬২৪৪.০০	৫০২০.০০	৫৭৪৫৫.০০
৪	২০১৪-২০১৫	৫২৪২.০০	৪২১৮.০০	৪৮৭৩২.৩০
৫	২০১৩-২০১৪	৮১০২.০০	৬৫২৫.০০	৭৬০৯২.২৯
৬	২০১২-২০১৩	৯৮৬৫.০০	৭৯৪৪.০০	৯১৩৮৮.৫৪
৭	২০১১-২০১২	৫০১০.০০	৪০৩৬.০০	৪৬৫৮১.৭০
৮	২০১০-২০১১	৯০৫০.০০	৭৩৪৩.০০	৮৩৮৭০.৫৬
৯	২০০৯-২০১০	৩৮৭০.০০	৩০৬৩.০০	৩৬১১০.৭৭
১০	২০০৮-২০০৯	৬৩১০.০০	৫১০৮.০০	৫৯৩৯৫.৭৮

ক্র নং	অর্থবৎসর	বাই প্রোডাক্টের বিক্রয়ের পরিমাণ					
		মোলাসেস		ব্যাগাস		প্রেসমাড	
		পরিমাণ (মেঃটন)	টাকা (লক্ষ)	পরিমাণ (মেঃটন)	টাকা (লক্ষ)	পরিমাণ (মেঃটন)	টাকা (লক্ষ)
১	২০১৭-২০১৮	৫৫৮৮.৭৬	৮৭৫.৭৮	১৪৪৯.৪৯	১০.১৫	২২০০.০০	২৫.৪৫
২	২০১৬-২০১৭	৭২০৬.৯২	১১৭৫.২৪	-	০.৯৪	-	-
৩	২০১৫-২০১৬	৬১৩৪.৩২	৭৭৬.৯৫	-	-	-	-
৪	২০১৪-২০১৫	৬৭৩২.০৩	৫৭৫.৫১	-	-	-	-
৫	২০১৩-২০১৪	১১২১৩.৭৮	৬৯৩.৫৬	-	৩.৭৪	-	-
৬	২০১২-২০১৩	৯৯৫৭.৯৫	৬২০.৫৩	-	-	-	-
৭	২০১১-২০১২	৮২৭৪.১৫	৫৪০.৯২	-	-	-	-
৮	২০১০-২০১১	৭১২৩.১৪	৮৯১.৫১	-	-	-	-
৯	২০০৯-২০১০	২৯২২.১৬	৪৯৭.৭৯	-	-	-	-
১০	২০০৮-২০০৯	১০৫৪৯.৮৫	৮৬১.২৭	-	-	-	-

- দক্ষ জনবল তৈরীতে গৃহীত উদ্যোগসমূহ কি কি?

উঃ দক্ষ জনবল তৈরীতে শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । যেমনঃ আখ চাষে উন্নত কলা কৌশল শীর্ষক ইত্যাদি প্রশিক্ষণে কৃষি বিভাগের সিডিএসহ কর্মকর্তাদের বাংলাদেশ সুগারক্রপ ইনিস্টিটিউট, ঈশ্বরদীতে প্রশিক্ষণ প্রদান,শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, রাজশাহী কর্তৃক ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রম আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সদর দপ্তর ও মিল কর্তৃপক্ষের সহোযোগীতায় মিলের বিভিন্ন বিভাগের শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের চাকুরীকালীন বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে ।

- চিনিকলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা, যাতায়াত, আবাসনসহ অন্যান্য কিকি সুযোগ সুবিধা রয়েছে?

উঃ চিনিকলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসার জন্য একটি চিকিৎসা কেন্দ্রও আবাসনের জন্য বাসাবাড়ি এবং বিনোদনের জন্য ক্লাব রয়েছে । কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়।

- চিনিকলে সিবিএ'র সংখ্যা এবং তাদের সদস্য সংখ্যা কত?

উঃ একটি এবং সদস্য সংখ্যা ১৭ জন ।

- চিনিকল হতে প্রতিবছর কি পরিমাণ অর্থ রাজস্ব খাতে জমা হয়(বিগত ১০ বছরের তথ্য)

ক্র নং	অর্থবৎসর	কর খাজনা ওশুল্ক	ভ্যাট	আয়কর	পরিবেশ সুরক্ষা চার্জ
১	২০১৭-২০১৮	৪৮.৪২	১৭৫.১৬	৪৩.৭৯	৮.৭৬
২	২০১৬-২০১৭	৫৬.৪৮	২২৩.৩০	৫৮.৭৬	১১.৭৫
৩	২০১৫-২০১৬	৫০.২৩	১৪৭.৬২	৩৮.৮৫	৭.৭৭
৪	২০১৪-২০১৫	২৬.৭৭	১০৯.৩৫	২৮.৭৮	৫.৭৬
৫	২০১৩-২০১৪	১৮.৫	১৩১.৭৮	৩৪.৬৮	৬.৯৪
৬	২০১২-২০১৩	৩৮.৩৬	১১৭.৯০	৩১.০৩	৬.২১
৭	২০১১-২০১২	২৪.৮৬	১০২.৭৭	২৭.০৫	৫.৪১
৮	২০১০-২০১১	৪২.৬৫	১৬৯.৩৯	৪৪.৫৮	৮.৯২
৯	২০০৯-২০১০	১১.৭২	৯৪.৫৮	২৪.৮৯	৪.৯৮
১০	২০০৮-২০০৯	১০.৯৮	১৬৩.৬৪	৪৩.০৬	৮.৬১

- বর্তমান চিনিকলসমূহের আধুনিকায়নের জন্য কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ? গ্রহণ করা হলে সেগুলোর সবিস্তার বর্ণনাসহ উপস্থাপন করুন ।
  - অত্র মিলে চিনি উৎপাদনের পাশাপাশি উৎপাদন বহুমুখিকরণের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতমধ্যে কো- জেনারেশন বিদ্যুৎ উৎপাদন, সুগার রিফাইনারী স্থাপন ও ডিস্টিলারী স্থাপনের প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে । পাশাপাশি ভবিষ্যতে বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন, বায়ো ফার্টিলাইজার ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে ।
  - বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আখচাষীদের আখের মূল্য প্রদান করা হচ্ছে ।
  - ই-পূর্জির মাধ্যমে চাষীদের পূর্জি প্রদান করা হচ্ছে এবং এসএমএস এর মাধ্যমে পূর্জির তথ্য চাষীদের মোবাইলে ফেছে যাচ্ছে ।
  - ই-গেজেটের মাধ্যমে ই-পূর্জি প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ।

পরিবেশ সুরক্ষা

- চিনিকলের পরিবেশ সুরক্ষায় কি কি উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে ?

উঃ পরিবেশ দূষণ রোধ করে পানি পুনঃ ব্যবহার করে ভুগর্ভস্থ পানি এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার হ্রাস করণে অত্র মিলে ইটিপি স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।